বাংলাদেশ উন্নয়ন নীতি :
প্রাইভেট সেক্টরে যন্ত্র-নির্মাণ ও ন্যায্য শুল্ক কাঠামো

আশরাফ আলী

১ - অবতারণা

আমরা এর আগে অনেকভাবে বলেছি, স্বদেশে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যে ব্যবহৃত প্রযুক্তির গুণগত মাত্রা থেকে সমাজের অগ্রগতির মাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব। যে-দেশ উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার ক'রে স্বদেশে উচ্চ মূল্যের পণ্য উৎপাদন করে এবং এগুলি দেশে ও বিদেশে বিক্রি করে, সে-দেশের সমাজ ঠিক ততটা অগ্রসর। এর উল্টো কথাটাও সমানভাবে সত্যি; অর্থাৎ বাংলাদেশ তথা উন্নয়নশীল দেশ তুলনামূলকভাবে নীচু ও সরল পর্যায়ের প্রযুক্তি ব্যবহার ক'রে কেবল নিম্নমূল্যের পণ্য উৎপাদনে সক্ষম। তাই এসব দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানও অপেক্ষাকৃতভাবে পিছনে।

ঠিক এই কারণে বিডিআই শুরু থেকেই বাংলাদেশে 'ক্যাপিটাল ও ডুরেবোল গুড্স', বিশেষতঃ যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনের উপর জোর দিয়ে আসছে। এই শ্রেণীর পণ্য উৎপাদনে উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ অনেক এবং এগুলি অর্থনীতির অন্যান্য সেক্টরের উপর ব্যাপকতম প্রভাব ('ব্রডেস্ট লিঙ্কেজ এফেক্ট') রাখতে সক্ষম। বাংলাদেশে বেসরকারীভাবে যন্ত্র নির্মাণের প্রসার তেমন ঘটে নি। তবে ঢাকার নিকটস্থ ধোলাইখাল এলাকার ক্ষুদ্র যন্ত্র নির্মাতারা এক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি সাধন করেছে। সঙ্গত কারণে বিডিআই ধোলাইখাল ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক ও মেরামত কারখানা মালিক সমিতির সাথে সাগ্রহে যোগাযোগ করে।

উনিশ শো নব্বুই দশকের শুরুর দিকে বিডিআই ধোলাইখাল মালিক সমিতি এবং জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)-এর নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে এবং সমিতির কর্মপদ্ধতি ও বর্তমান সমস্যাবলী সম্পর্কে অবগত হয়। সমিতির নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য উৎপাদকগণ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশে যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদন তথা শিল্পায়নে বিরাজমান নানাবিধ সমস্যা বিডিআই-এর প্রতিনিধিকে ওয়াকেবহাল করান। পরবর্তী পর্যায়ে বিডিআই ও ধোলাইখাল নির্মাণ সমিতির মধ্যে একাধিকবার মতামত বিনিময়ের সুযোগ ঘটে এবং এর ভিতর দিয়ে বাংলাদেশে যন্ত্র নির্মাণের মূল সমস্যাগুলো বের হয়ে আসে।

আজকের এই নিবন্ধে বিডিআই-এর প্রকাশিত মতামত ও উন্নয়নসম্পর্কিত ধারণা সংক্ষেপে পেশ করা হবে। প্রথমে বিডিআই কর্তৃক সনাক্তকৃত যন্ত্র-নির্মাণ সমস্যাগুলির তালিকা দেওয়া হবে। এরপর নির্মাণ সমিতির উৎপাদন সমস্যার আংশিক সমাধানের জন্য বিডিআই যে-প্রস্তাব রেখেছিল তার বর্ণনা দেওয়া হবে। নিবন্ধটির শেষে দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদক সম্প্রদায় ও ক্ষমতাশীন দল/শেণীর মধ্যকার সম্ভাব্য সম্পর্কটি উদ্ঘাটন করা হয়েছে।

২ - বাংলাদেশে যন্ত্র-নির্মাণ :
ধোলাইখাল মালিক সমিতির সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধানের পথ

বিভিন্ন উৎপাদকের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বাংলাদেশে যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনের সর্বপ্রধান সমস্যা হলো ''বাজার''। প্রথমতঃ বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাজার থেকে

যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্ডার আসে না। বাংলাদেশে উৎপাদনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ ও দামী যন্ত্রগুলি প্রায় সব সময়ই বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশে উৎপাদিত যন্ত্র বিদেশে রপ্তানী হয় না বললেই চলে। ''পুঁজি''র দুর্লভ্যতাকে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে সনাক্ত করা হয়। যোগ্য উৎপাদক প্রায় কখনোই উপযুক্ত পরিমাণ পুঁজি যথাসময়ে পান না। ''প্রযুক্তি'' তথা যন্ত্রের প্রযুক্তিগত গুণাগুণকে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ধোলাইখালের নেতৃবৃন্দ এক পর্যায়ে 'গোটা যন্ত্র' ভিত্তিক উৎপাদন পরিকল্পনার একটি প্রস্তাব রাখেন। এই প্রস্তাব অনুসারে বুয়েট (বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়), বুয়েটের আইএটি (ইন্সটিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি) ও বাংলাদেশের প্রযুক্তিবিদগণ গোটা একটি যন্ত্রকে চিহ্নিত করে সেই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ উৎপাদনের ভার কতিপয় উৎপাদকের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারে। এরপর এই প্রতিষ্ঠানগুলি গোটা যন্ত্রটি উৎপাদনের সাথে জড়িত প্রযুক্তিগত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য সাহায্য করতে পারে। বিডিআই 'গোটা যন্ত্র' ভিত্তিক উৎপাদন পরিকল্পনাকে একটি উত্তম ও বাস্তবায়নযোগ্য ধারণা বলে মনে করে এবং এ ব্যাপারে ধোলাই খাল কারখানা মালিকদের চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে আরো জানতে আগ্রহী হয়।

এছাড়া 'গোটা যন্ত্র' ভিত্তিক উৎপাদন পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে বিডিআই মালিক সমিতির সামনে কয়েকটি প্রস্তাবও সকলের বিবেচনার জন্য পেশ করে। বিডিআই একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রস্তাবগুলি ব্যাখ্যা করে যাতে এগুলি সহজে অনুসরণ করা যায় : মনে করা যাক, যে-কোন একটি যন্ত্রকে উল্লেখিত যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং মনে করা যাক যন্ত্রটিতে ১০০০টি যন্ত্রাংশ রয়েছে। ধরা যাক, যন্ত্রাংশগুলি সমিতির ১০০টি উৎপাদকের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হলো। তাতে প্রতিটি উৎপাদক ১০টি যন্ত্রাংশ উৎপাদনের সুযোগ পাবেন।

ক) পুঁজি সঞ্চয়ন :- যদি প্রতিটি উৎপাদকের বর্তমান গড়পরতা বাৎসরিক মুনাফা ২ লক্ষ টাকা হয়, তাহলে ১০০ জন উৎপাদককে একত্রিত করলে মোট বাৎসরিক মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি টাকা। ১০০ জন উৎপাদক তাঁদের ব্যবসায়ের মালিকানা আলাদা আলাদা রাখতে পারেন। কিন্তু নিজেদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে বিশেষ বিশেষ কাজ তাঁরা একত্রে করতে পারেন। অর্থাৎ প্রতিটি উৎপাদকের ব্যক্তিগত সুবিধার খাতিরে বিশেষ বিশেষ কাজ সমিতির মাধ্যমে করে নেওয়া যেতে পারে। ফলে ''পুঁজি'' সমস্যার আংশিক সমাধান হয়ে যাবে।

খ) প্রযুক্তি ও বাজার :- এই টাকা থেকে বছরে মাত্র ২৪ লক্ষ টাকা খরচ করলে জনপ্রতি মাসিক ২০০০০ টাকা বেতন দিয়ে ১০ জন প্রকৌশলী ও অন্যান্য কলাকুশলীকে একত্রে নিয়োগ করা সম্ভব। এই প্রকৌশলী ও পেশাদারগণ যন্ত্রাংশের ''প্রযুক্তিগত গুণাগুণ'' নিশ্চিতকরণ, বাজারজাতকরণ, ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকবেন। এঁরা প্রতিটি উৎপাদকের জন্য আলাদা আলাদাভাবে নিয়োজিত না হয়ে গোটা সমিতির আওতাধীনে কাজ করবেন।

এঁদের প্রথম কাজ হবে -

১ - উক্ত যন্ত্র উৎপাদনকারী দেশী-বিদেশী কোম্পানীগুলি খুঁজে বের করা এবং যন্ত্রাংশগুলির ডিজাইন স্পেসিফিকেশন বইগুলি সংগ্রহ করা,

২ - যন্ত্রাংশগুলি প্রকৌশলী মতে উৎপাদন করার জন্য ডিজাইন স্পেসিফিকেশন অনুসারে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী অংকগুলি কষে নীল নক্সা তৈরী করা,

৩ - যন্ত্রাংশগুলি তৈরী হবার পর সেগুলি ডিজাইন স্পেসিফিকেশনের শর্তগুলি পূরণ করেছে কিনা তা যাচাই করার জন্য পরীক্ষাগারে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখা, পরীক্ষার ফলাফল সঠিকভাবে

রেকর্ড করে রাখা এবং পরে রেকর্ডগুলি বিশ্লেষণ করে বিন্যাস করা,

৪ – উৎপন্ন যন্ত্রাংশগুলির ছবিসহ রঙীন বইসমূহ এবং বিশেষজ্ঞদের সম্মুখে যন্ত্রাংশগুলি সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করা এবং

৫ – পরিশেষে ঐ যন্ত্র উৎপাদনকারী দেশী-বিদেশী কোম্পানীগুলিতে গিয়ে যন্ত্রাংশগুলির প্রযুক্তিগত গুণাগুণ ও দরদাম সম্পর্কে বলা। এভাবে অগ্রসর হলে অগণিত যন্ত্রাংশ বিক্রি করা যাবে এবং নিযুক্ত কলাকুশলীদের বেতনের তুলনায় বহুগুণ মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে।

৩ – 'রেন্টসিকিং' আভ্যন্তরীণকরণ

সার্বিক মুনাফা বেড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সরকারী রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাওয়া এবং তৎসঙ্গে (উদাহরণস্বরূপ) শিল্প ও বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারী আমলা ও মন্ত্রণালয়ের সদস্যদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়া। মনে করা যাক, মুনাফার শতকরা ১০ ভাগ এই বেতন বৃদ্ধি ও সুযোগ সুবিধাদির খাতে গেল। উপরে (ক)-তে উল্লেখিত ২ কোটি টাকা মুনাফার শতকরা ১০ ভাগে মাত্র ২০ লক্ষ টাকা হয়। ভবিষ্যতে মুনাফা বাড়লে এই বেতন ও সুযোগ-সুবিধার পরিমাণ বিরাট অংকে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ''বাজার'' সমস্যা সমাধানের আশা নিয়ে বেতন বৃদ্ধি ও সুযোগ সুবিধাদির কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরা হচ্ছে। যদিও সরকারের বেতন স্কেল ও সুযোগ-সুবিধাদি সব রকম আমলাদের জন্য একই নিয়ম-কানুন মেনে চলে, তথাপি এই প্রস্তাবকে একটা অতিশয় সরলীকৃত চিন্তা বা ফর্মূলা হিসাবে পেশ করা হচ্ছে। শুধুমাত্র একটি বিশিষ্ট ধারণাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্যই এটা করা হয়েছে।

পৃথিবীর সব শিল্পোন্নত দেশে সরকারী আমলা ও মন্ত্রণালয় আভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি ও প্রতিরক্ষা করে এবং বিদেশী বাজার করায়ত্ত করার কাজে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর কারণ হলো, স্বদেশী শিল্পের উন্নয়নের সাথে সরকারের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে। সকল সরকারী কর্মকর্তার উচ্চতর বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধালাভের মাধ্যমে এই কল্যাণ প্রতিফলিত হয়। ঠিক একই কারণে এখানে মুনাফার শতকরা ১০ ভাগকে বেতন বৃদ্ধির খাত হিসেবে আলাদা করে দেখানো হয়েছে।

বিডিআই মনে করে এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করলে কারখানা মালিকদের তৈরী যন্ত্রাংশের গুণগত মান ও বিক্রি বাড়বে। প্রস্তাবগুলি 'গোটা যন্ত্র' ভিত্তিক উৎপাদন এবং বিচ্ছিন্ন যন্ত্রাংশ উৎপাদন উভয়ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। সমিতির মাধ্যমে উপরোক্ত পন্থাগুলি অবলম্বন করে যৌথভাবে কাজ সম্পাদন করা একটি অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ কাজ এবং এতে ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা অনেক কম।

বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশ তথা সব উন্নয়নশীল দেশের সরকারী আমলা ও মন্ত্রণালয় স্বদেশে উচ্চ মূল্যের পণ্য উৎপাদনের বিপক্ষে কাজ করছে। এইসব ক্ষমতাশীন শ্রেণী শিল্পোন্নত দেশ থেকে উচ্চ মূল্যের পণ্য আমদানী করার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে রাখে। আমরা আগেও বলেছি, এদের জীবিকা এই আমদানীর সাথে জড়িত 'রেন্টের' উপর মূলতঃ নির্ভরশীল। এই বহির্মুখী নির্ভরশীলতাকে অন্তর্মুখী ক'রে স্বদেশী উৎপাদকের সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়াকে আমরা 'রেন্টসিকিং' আভ্যন্তরীণকরণ নামে আখ্যায়িত করেছি। তবে 'আভ্যন্তরীণকরণ' বলা যতো সহজ, করাটা ততো সহজ নয়। আসলে এই আভ্যন্তরীণকরণ প্রক্রিয়াকে অনেকে 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব' নামে অভিহিত করেছেন।